যুগান্তর

তারিখ ... 30 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ২ ...

কিশোরগঞ্জ এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব

এটিএম নিজাম, *কিশোরগঞ্জ ব্যুরো*

সৃজনশীল পদ্ধতি সঠিকভাবে ও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের আরও আন্তরিক হতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব এবং কোচিং-নির্ভরতাও এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে অন্তরায় বলে জানান কিশোরগঞ্জ এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা। শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাজারে গাইড বই নিষিদ্ধের কথাও বলেন তারা। প্রয়োজনে গাইড নিষিদ্ধের জন্য আইন করার কথাও বলেন তারা।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

সৃজনশীলে সফলতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (২৫:১) ঠিক করার কথা উল্লেখ করে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক শাহনাজ কবীর বলেন, বেতন কাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় উৎসাহিত করতে হবে, সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণ আরও বাড়াতে হবে এবং যেসব শিক্ষক ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঠিক ধারণা দিচ্ছেন কি-না তা মনিটরিং করতে হবে। কয়েকটি বিষয়ের পাঠ্যসূচির পরিধি কমানো প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধান শিক্ষক বলেন, কোচিং সেন্টার বন্ধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে। শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব, বাজারের গাইড বই, অভিভাবকদের কোচিং-নির্ভরতা ও মেধাবী শিক্ষার্থীর অভাবই এ পদ্ধতির অন্তরায়। এগুলো দূর করা সম্ভব হলে সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে সম্পূর্ণ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শিক্ষকদের আরও আন্তরিক হওয়ার কথা বলেন অনেক অভিভাবক। এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক রঞ্জন কুমার তালুকদার বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি অবশ্যই ভালো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তাহলে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে কোচিং ও গাইড বাণিজ্য বন্ধ হবে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সৃজনশীল অংশে ৮০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনী অংশে ২০ নম্বর রাখলে সৃজনশীলের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে বলে মত প্রকাশ করেন প্রধান শিক্ষক। তিনি বলেন, বহুনির্বাচনী অংশ কমিয়ে সব বিষয়েই সৃজনশীল অংশ বাড়িয়ে দিলে ভালো হবে। পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীরা বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর আশপাশের শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা হলের পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং না ভেনেও অনেকের বেশি নাম্বার পাওয়ার সুযোগ হয়। গণিত সৃজনশীল পদ্ধতির বাইরে থাকা উচিত বলে জানান অনেকে। অভাব : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

অভাব : আন্তরিকতার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়টির গণিত শিক্ষক আফরোজা বেগম ও ইংরেজি শিক্ষক ফেরদৌসী আক্তার খানম জানান, গণিত ও ইংরেজি সৃজনশীল পদ্ধতির বাইরে রাখা উচিত। তারা জানান, শহরের ব্রাইটের এমনকি শহরতলীর বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সেভাবে তৈরি করতে অনেক সময় লাগবে।

কাল ছাপা হবে : গাজীপুর উচ্চ বিদ্যালয়